দৈনিক বাংলা

17 NOV 1994

তারিখ 17 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সন্ত্রাস দমনে সম্মিলিত প্রয়াস চাই ঃ স্পীকার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলি যদি জনগণের সুখ-শান্তির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার পরিবর্তে কেবল বিভেদ সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে তাহলে এতে তৃতীয় শক্তিই লাভবান হবে।

শনিবার মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী স্মরণে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি জনগণের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্য সংসদের সরকারী ও বিরোধীদলকে আরো সহনশীল এবং দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ না করা যায় তাহলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যখন রাজনৈতিক নেতাদের ডাকে জনগণ আর রাস্তায় নামবেনা।

মওলানা ভাসানীর পঞ্চদশ মৃত্যু-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সন্ত্রাস দমনে সাম্মালত প্রয়াস চাই ঃ স্পীকার

(প্রথম পৃঃ পর)

বার্ষিকী উপলক্ষে ভাসানী স্মৃতি সংসদ এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন হারুন অর রশীদ খান এমপি। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন মরহুম জননেতার এক কালের রাজনৈতিক অনুশারী শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, নৌ পরিবহন ও জাহাজ চলাচল উপমন্ত্রী জাহিদুল হক, আবদুল আলী মৃধা এমপি, সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মোহায়মেন, মসিউর স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ক্যাপটেন (অবঃ) কাজী কবিরউদ্দিন, কাজী সিরাজ, স্মৃতি সংসদের মহিলা সম্পাদিকা বেগম খালেদা পান্না, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাবেক সভাপতি জহিরউদ্দিন স্বপন, স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাসানী স্মৃতি সংসদের সভাপতি আহমেদ নজীর।

অনুষ্ঠানে ব্যারিষ্টার বজলুস সাত্তারসহ মওলানা ভাসানীর বহু সংখ্যক ভক্ত ও রাজনৈতিক অনুসারী উপস্থিত ছিলেন।

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী তার ভাষণে মজলুম জননেতা মরহুম মওলানা ভাসানীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে মাওলানা ভাসানী ছিলেন একটি ইনস্টিটিউশন।

শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য। তিনি দলের চেয়েও দেশের স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরে ছিলেন।

শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, অনেক আগেই মওলানা ভাসানী পাকিস্তানকে আচ্ছালামু আলাইকুম দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, মওলানা ভাসানী ছিলেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। মওলানা ভাসানীর নাম মনে হলেই প্রতিটি মানুষের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জেগে ওঠে।

মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া তার ভাষণে বলেন যে মওলানা ভাসানী রাজনীতি করতেন দেশ ও জনগণের স্বার্থে। রাজনীতিকে তিনি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পথ হিসাবে গ্রহণ করেননি। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ। ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ বর্তমান সরকারের গৃহীত ইত্যাদি পদক্ষেপের কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারে ভাসানীর অনুসারীরা মজলুম নেতার স্বপ্ন বাস্তবায়নকরছেন।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন মরহুম মওলানা ভাসানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। কিন্তু তার রাজনীতিতে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। আলোচনা সভা শেষে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী গণসঙ্গীত পরিবেশন করে।

ভাসানী স্মৃতি ছাত্র সংসদ

সাবেক বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, দেশকে সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদ থেকে রক্ষার জন্য আজ ভাসানীর মত নেতার প্রয়োজন।

শনিবার জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে মওলানা ভাসানী স্মৃতি ছাত্র সংসদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাসনে একথা বলেন। ভাসানীর ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার উদ্বোধন করেন সাবেক মন্ত্রী আজিজুল হক। বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, ফিরোজ নুন, ডক্টর এরশাদুল বারী, একে আজিজ, প্রিন্সিপাল সিরাজুল হক গোড়া, জেড আই খান, শফিকুল ইসলাম জগলু। স্বাগত ভাষণ দেন এএস আজাদ।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও অ-উপজাতিরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করুক, এটাই আমাদের কাম্য। কিন্তু প্রতিবেশী দেশের আধিপত্যবাদী নীতি এতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা তিন বিঘা করিডোর নিয়েও টালবাহানা করছে। আঙ্গরপোতা দহগ্রামের বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, মওলানা বেঁচে থাকলে তিন বিঘা করিডোর আদায় করে ছাড়তেন, অন্যথায় বেরুবাড়ি ফিরে চাইতেন।

জনাব আজিজুল হক ভাসানী স্থাপিত সন্তোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার আহবান জানান।

জনাব ফিরোজ নুন বলেন, মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব ছিল বটবৃক্ষের মত। শেখ মুজিবুর রহমান তাকে পিতার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করতেন। আর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানেরও আদর্শের নেতা ছিলেন তিনি। যুগে যুগে মওলানা ভাসানী অনুসরণীয় নেতা হয়েই থাকবেন।

জনাব আব্দুল মতিন বলেন, মওলানা ভাসানী অনেক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। এই দিকটির জন্য তিনি কিছুটা বিতর্কিত হতে পারেন। তবে ভাসানী ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য নিয়ে দল বদল বা দল গঠন করেননি। তিনি আজীবন রাজনীতি করেছেন দারিদ্র্য নির্মূল আর শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে কারো সঙ্গেই তিনি আপোস করেননি।

আলোচনা সভার শুরুতে সন্তোষ থেকে বেগম আলেমা ভাসানীর পাঠানো একটি বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। সবশেষে ভাসানী স্মরণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।